ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বলিউড নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য বিদ্যা বালানের

পৃঃ ৫

মেসির বিশ্বকাপ ফাইনালের জার্সি নিলামে

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩১৯ ● কলকাতা ● ০৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ২৫ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বিধানসভাতে বিধায়কের উপস্থিতি

প্রমাণ রাখতে রেজিস্টার খাতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নেতাজি ইনডোরের মঞ্চ থেকেই গতকাল দলীয় বিধায়কদের সতর্ক করে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার মুখে শোনা গিয়েছে, অনেকেই না জানিয়ে বিধানসভায় আসছেন না। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পরই বিধানসভায় মন্ত্রী-বিধায়কদের হাজিরা নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হয়ে গেল। মন্ত্রী হোক বা বিধায়ক, প্রত্যেককে ঢোকার সময়, বেরনোর সময় হাজিরা খাতায় সই করতে হচ্ছে।

এদিনের বৈঠকে এক শীর্ষ নেতা বলেছেন , উপস্থিতি এবং ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণের প্রশ্নে শাসক শিবিরের থেকে বিরোধী বিধায়কদের পারফরমেন্স ভাল। উপস্থিতির নজরদারি আরও জোরালো করতে বায়োমেট্রিক ব্যবহার করার পরামর্শও দিয়েছেন বাবুল সুপ্রিয় এবং মদন মিত্র।

গতকাল মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি ইনডোরে বলেছেন, 'বিরোধীরা আজকাল সবেতেই ভোটাভুটি চায়।' সেক্ষেত্রে বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের উপস্থিতির হার ভোটাভুটিতে প্রভাব না ফেলে, তা নিশ্চিত করতেই হাজিরায় এই কড়াকড়ি বলে মনে করছেন অনেকে।তবে শুধু হাজিরা খাতায় সই করানোই নয়, এবার যে কোনও সময় বিধানসভায় 'সারপ্রাইজ ভিজিটে' চলে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় বিধায়কদের উপস্থিতি কেমন রয়েছে, তা নিজে সশরীরে দেখতে চলে যাবেন তিনি।

শুক্রবার দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে দলের বর্ষীয়ান নেতা সুব্রত বক্সি জানিয়েছেন, এখন থেকে বিধায়কদের উপস্থিতি দেখতে যখন তখন বিধানসভায় আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুব্রত বক্সি

এরপর ৩ পাতায়

ধর্মতলায় বিজেপিকে সভা করার

অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট

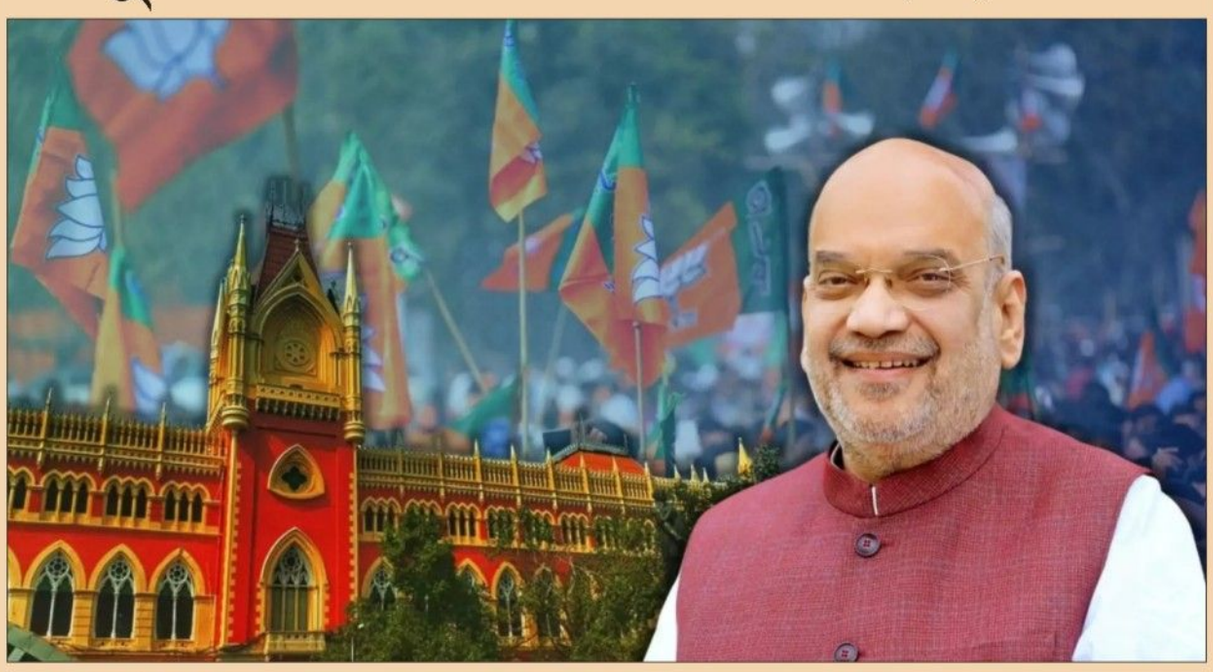

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধর্মতলায় বিজেপিকে সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। বিজেপিকে সভা করার অনুমতি দিয়ে আদালত জানিয়েছে, কর্মসূচির জন্য কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইটে দেওয়া শর্ত মানতে হবে। তবে অতিরিক্ত কোনও শর্ত যে সভার আয়োজকদের উপর চাপানো যাবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে হাই কোর্ট।হাই কোর্টের নির্দেশ প্রকাশ্যে আসার পরেই নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে পোস্ট করে রাজ্য প্রশাসন এবং তৃণমূলের কড়া সমালোচনা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশের 'পক্ষপাতমূলক আচরণ' এবং 'অশুভ চেষ্টা'র বিরুদ্ধে 'ন্যায়ের জয়' বলে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তার পাল্টা তৃণমূল মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন আদালতের নির্দেশ নিয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না জানিয়ে বলেন, 'বিজেপি এবং অমিত শাহের কর্মসূচি মানেই গুন্ডামি, গন্ডগোল। তবে এ বার এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হলে পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।'এই মামলায় ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবস কর্মসূচির প্রসঙ্গও ওঠে। প্রধান বিচারপতি বলেন, '২১ জুলাই বাতিল করে দিচ্ছি। আমরা সব বন্ধ করে দিচ্ছি। কোনও মিটিং, মিছিল, সভা নয়। একটাই সমাধান, সবার জন্য সব কর্মসূচি বন্ধ করেছি। সেটা করলে কি ভাল হবে? রাজনৈতিক ভাবে অযথা সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। দু'সপ্তাহ আগে আবেদন করা যথেষ্ট।' প্রসঙ্গত, বিজেপির তরফেও রাজ্যের শাসকদলের ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচির প্রসঙ্গ তোলা হয়েছিল। তৃণমূল ওই দিন ধর্মতলায় সভা করতে পারলে, তারা কেন পারবে না, আদালতে সেই প্রশ্নই তোলে বিজেপি। আগের দিনের শুনানিতে বিজেপির আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন, "শাসকদল যেমন রাজনৈতিক কর্মসূচি করে, বিজেপিও তেমন করতে চায়।

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপির সভা নিয়ে হাইকোর্টে ধাক্কা,

সরকারের বেইজ্জতির জন্য পরামর্শদাতাদের তুলোধনা কুণালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে বিজেপির সভা নিয়ে আপত্তি করেছিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার তা নিয়ে হাইকোর্টে ধাক্কা খেয়েছে নবান্ন। বিজেপির সভার জন্য অনুমতি দিয়ে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, যদি অন্য দল ওখানে সভা করতে না পারে তা হলে ২১ জুলাইয়ের সভাও বন্ধ করে দেওয়া হবে।কুণাল অবশ্য নির্দিষ্ট করে কারও কথা বলেননি। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি কোনও একজনের কথা বলছি না। উপর তলাকে যাঁরা পরামর্শ দেন, তাঁদের সবার কথা বলছি। তাঁদের জন্য সরকারকে বেইজ্জত হতে হচ্ছে। দলের মুখপাত্রদের কাজ কঠিন হয়ে যাচ্ছে।' তাঁর কথায়, 'আজ যখন ২১ জুলাইয়ের সভা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল, তখন খুব গায়ে লাগছে। ২১ জুলাই হাউজের সামনে সভা করার অধিকার রয়েছে। আবার একজন নাগরিক হিসাবে মনে করি বিজেপিরও সেই অধিকার রয়েছে। অথচ ভ্রান্ত অবস্থানের জন্য বিজেপি মাঝখান থেকে বাড়তি মাইলেজ পেয়ে গেল! 'সরকারের এই 'বেইজ্জতি' নিয়ে উপর মহলের পরামর্শদাতাদের তুলোধনা করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এদিন কুণাল বলেন, রোজ রোজ এই বেইজ্জতি হবে কেন? সরকারকে কারা পরামর্শ দিচ্ছেন? একবার নয়, বারবার ভুল হচ্ছে। কোনও মামলায় বিচারপতিদের মনোভাব কী তা স্পষ্ট বোঝা গেলেও একই ভুল করা হচ্ছে। আর তাতে

এরপর ৩ পাতায়

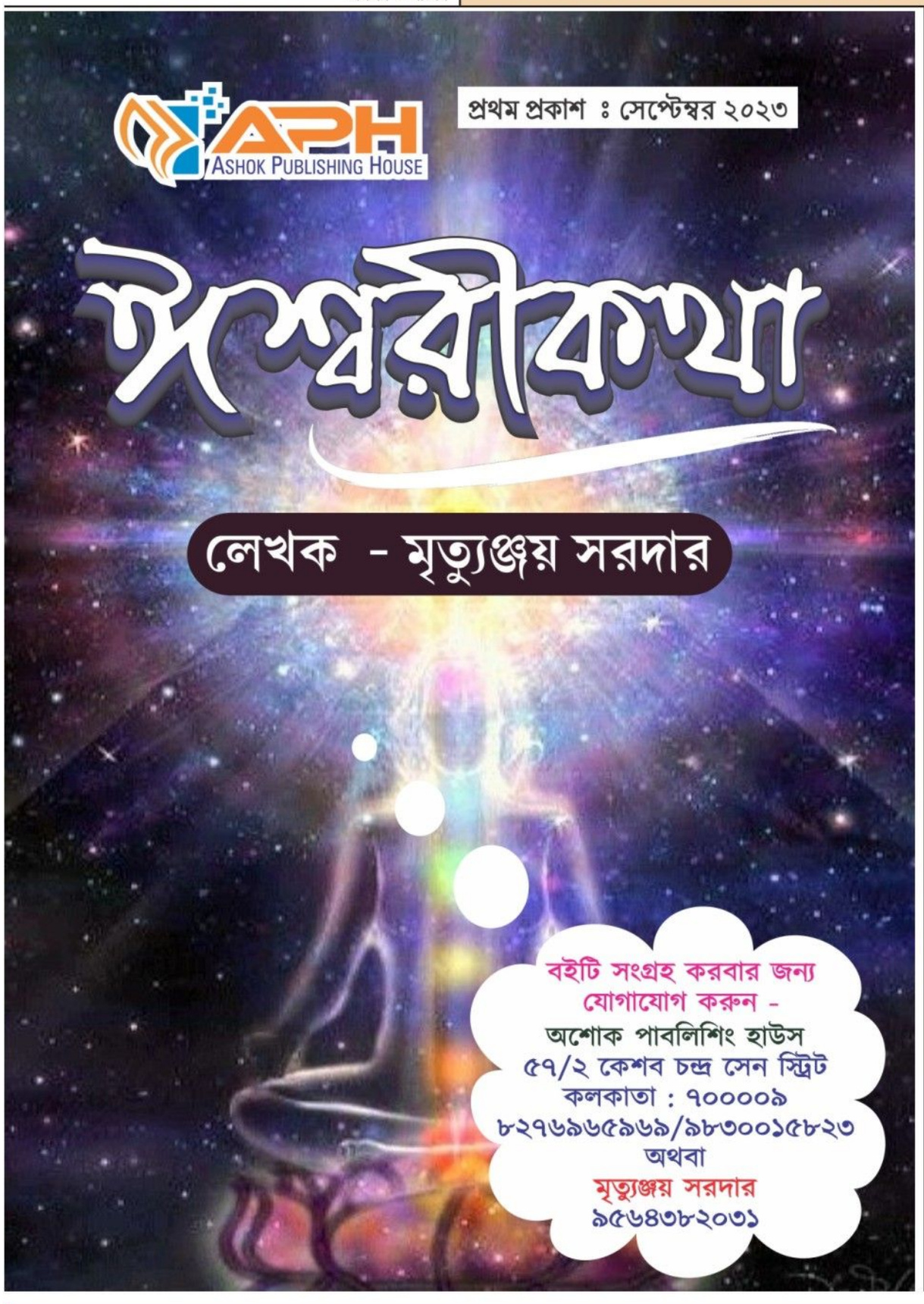

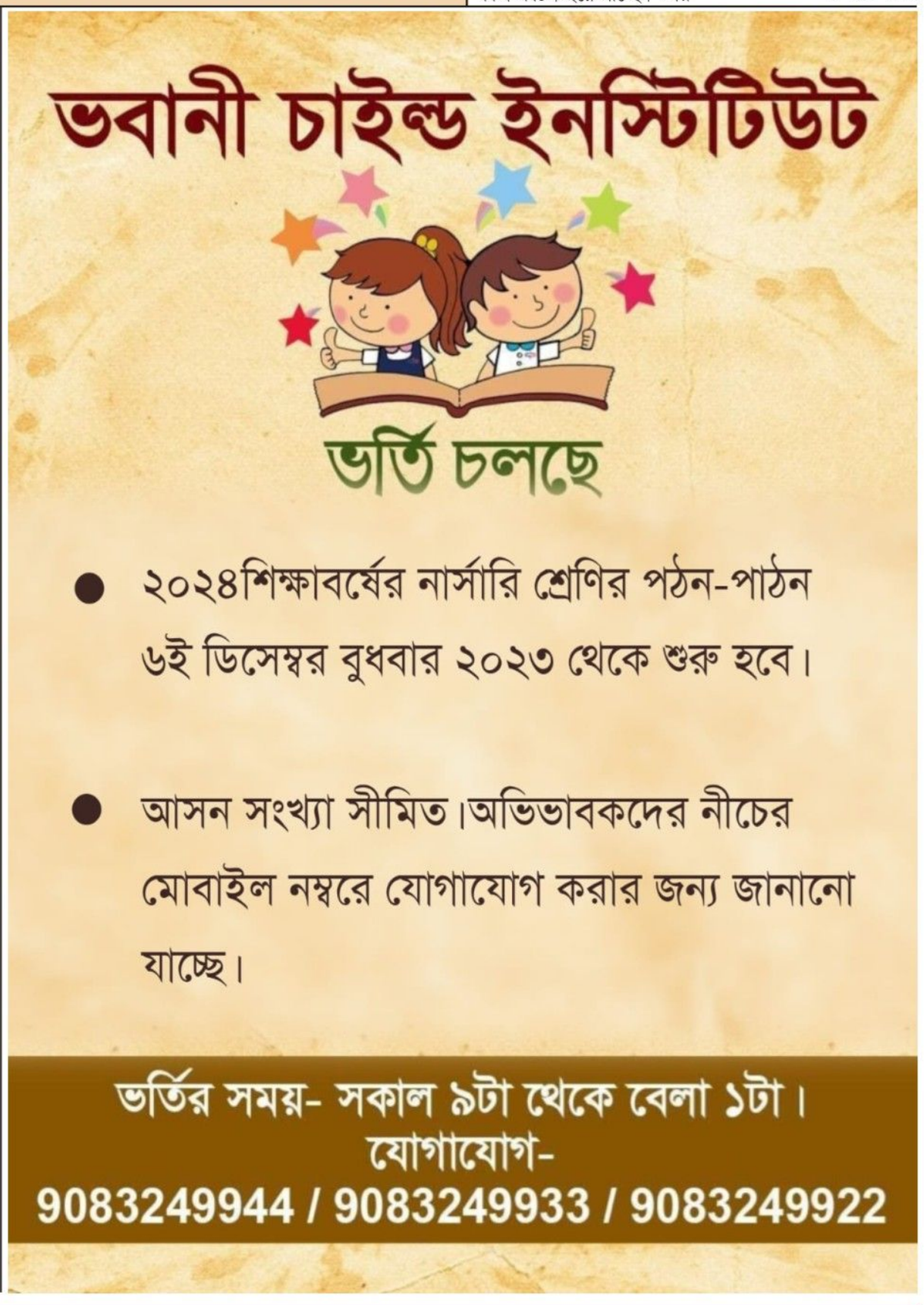

হরির নাম সংকীর্তন,

মহাপ্রভু পূজা উদ্বোধনের মাধ্যমে নবদ্বীপের রাসের সূচনা

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : ' রস' শব্দ থেকে রাস । শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্মের শহর নবদ্বীপ। বিশুদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব শৈব মূর্তির বিভিন্ন ধারায় পূজিত হয়নানা দেব-দেবী ।নবদ্বীপের এই রাস উৎসব আজকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গিয়েছে। মহাপ্রভুর শ্রী হরি নাম সংকীর্তন, শিক্ষক সিরাজুল ইসলামের সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ উচ্চারণ, রাস সম্পর্কে আলোচনা করে নবদ্বীপ বড়াল ঘাট পবিত্রময় সেনগুপ্ত রোডের মহাপ্রভু পূজার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নবদ্বীপের ঐতিহ্যমন্ডিত রাসযাত্রার শুভ সূচনা হলো শুক্রবার সন্ধ্যায় । উপস্থিত অতিথি সাংবাদিক বন্ধু এবং কাউন্সিলরদের পুষ্প স্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এর পরে নবদ্বীপ শহরের অন্য ঠাকুরের উদ্বোধন হয়। মহাপ্রভুর মূর্তির দ্বার উদ্বোধন করেন মহাপ্রভুর জন্মস্থান আশ্রমের অধ্যক্ষ অদ্বৈত দাস বাবাজি । সকলে মিলিত ভাবে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন করেন। মহাপ্রভুর মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিধায়ক পুন্ডরী কাক্ষ সাহা, পৌরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা, গৌরীয় বৈষ্ণব সমাজের কর্মকর্তা এবং বড় পাঠকবাড়ীর কৃষ্ণেন্দু গোস্বামী। উপস্থিত অতিথিরা মহাপ্রভুর চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। মহাপ্রভু পূজার সভাপতি বিধায়ক এবং সম্পাদক বিমান কৃষ্ণ সাহা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন কাউন্সিলর শিক্ষক সুজিত সাহা।

রাস সম্পর্কে নবদ্বীপের পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন আমরা রাস উৎসবটা পালন করি নবদ্বীপবাসী সুখ দুঃখ মিলিতভাবে। নবদ্বীপ বাসী সহ বহিরাগত সকলে মিলে ভালোভাবে,সুস্থভাবে রাস উৎসবটা পালন করা আমাদের পৌরসভার পক্ষ থেকে লক্ষ্য। অনেক নিয়ম কানুন এর মধ্যে আমাদের এই উৎসব পালন করতে হয়। নবদ্বীপের মানুষ চৈতন্যদেবের মাটির মানুষ, সুশৃংখলভাবে রাস উৎসব পালন করাটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য, নবদ্বীপ শহর হেরিটেজের স্বীকৃতি পেয়েছে এই নাম অক্ষুন্ন রাখাটাই আমাদের কাছে বড় ব্যাপার। চৈতন্যদেবের ভাবার্থকে রুজিয়ে তোলার জন্যই এই রাস উৎসব। শনিবার দুপুর ২টার সময় মাদক বর্জিত রাস করার বার্তা নিয়ে নবদ্বীপ তাঁত কাপড় হাটে থেকে বিধায়কের নেতৃত্বে সমস্ত রাস বারোয়ারী, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, সমস্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং রাস কমিটি সকলকে নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে।

টিঙ্কার ফেস্ট ২০২৩;

উদ্ভাবন কে কেন্দ্রের পর্যায়ে নিয়ে যায়

মেকারসলফট চতুর্থ সংস্করণের জন্য আকাশ বাইজুর সাথে হাত মিলিয়েছে

Kolkata, November 24, 2023 : নিউজ সারাদিন : আজকে এখানে অনুষ্ঠিত টিঙ্কার ফেস্ট হল স্কুল শিশুদের মধ্যে রোবটিক্স এর মাধ্যমে উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতা প্রদর্শনের জন্য নিবেদিত একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। এই ইভেন্টটি পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে স্কুল থেকে ১-১০ শ্রেণী পর্যন্ত ৩৫০ টিরও বেশি উৎসাহী তরুণ উদ্ভাবক কে একত্রিত করেছিল। টিঙ্কার ফেস্টের আগের সংস্করণগুলিতে ১০০ টিরও বেশি স্কুলের বিভিন্ন মজার এসটিইএম (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) চ্যালেঞ্জ যুক্ত করেছিল। টিঙ্কার ফেস্ট ২০২৩ হল মেকারসলফট এর একটি উদ্যোগ যেখানে মহাকাশের থিমে স্কুল থেকে এসটিইএম এবং রোবোটিক্স প্রকল্পের একটি সিরিজ উপস্থাপন করা হয়েছে। মেকারসলফট প্রতিষ্ঠাতা এবং ওঘঝউঅউ-এর প্রাক্তন ছাত্র মেঘনা ভুটোরিয়া বলেন, "টিঙ্কার ফেস্টের লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের এসটিইএম এবং রোবোটিক্স সম্পর্কে অন্বেষণ, পরীক্ষা এবং হ্যান্ডস-অন অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে জানার জন্য একটি অনুপ্রেরণামূলক পরিবেশ তৈরি করা ।"

আকাশ বাইজুসের মুখপাত্র, পশ্চিমবঙ্গের চিফ মার্কেটিং অফিসার, সুদীপ্ত চৌধুরী জোর দিয়ে বলেন আকাশ, মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী, গত ৩৫ বছর ধরে সম্ভাবনার স্বীকৃতি, প্রতিভা লালন এবং লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর ক্যারিয়ার গঠন করতে, এই ধরনের ইভেন্টগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধ্যয়নকে বৃহত্তর স্কেলে প্রচার করার জন্য, বিস্তৃত ছাত্র শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদের প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টিঙ্কার ফেস্ট ২০২৩-এ, ১-১০ গ্রেডের ছাত্র ছাত্রীরা মহাকাশের থিম, রোভার থেকে স্পেস আবাসস্থল, পৃথিবীর বাইরে জীবনের সম্ভাবনা অন্বেষণকারী প্রকল্পগুলি পর্যন্ত ইন্টারেক্টিভ মডেলগুলি প্রদর্শন করে। ১-৩ গ্রেডের ছাত্ররা গ্যালাকটিক বিল্ডার্স চ্যালেঞ্জে ব্লক ব্যবহার করে তাদের সৃজনশীলতা প্রদর্শন করে। ৪-৬ গ্রেডের ছাত্ররা এমন রোবট বানিয়ে ছিল যা মিশন চন্দ্রযান কে অনুসরণ করে। গ্রেড ৭-১০ এই ধরনের প্রোগ্রাম করা রোবট তৈরি করলো যে চ্যালেঞ্জিং অফ-রোড ভূখণ্ডে নেভিগেট করতে পারে এবং মঙ্গলএর কঠোর ভূখণ্ড কে অতিক্রম করে রোভার-এর অনুসরণ করে। অন্যরা রোবো ওয়ারস একটি ইঞ্জিনিয়ারিং, কৌশল এবং রোবট যুদ্ধের দক্ষতার উত্তেজনাপূর্ণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে বাঘ গণনার কাজ !

নুরসেলিম লস্কর,বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : শীতের মরশুম শুরু হতে না হতেই সুন্দরবনে বাড়ছে পর্যটকদের ভিড়। এই কয়েকমাস দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটক দের এখন প্রথম গন্তব্য স্থল হয়ে উঠছে সুন্দরবন। কারণ,সুন্দরবনের মায়াবী পরিবেশ সঙ্গে উপরি পাওনা হলো সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বা দক্ষিণ রায় দর্শন। আর আগামী ২৭শে নভেম্বর থেকে সুন্দরবনে শুরু হতে চলেছে সেই বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বা বাঘ গণনার কাজ। বৃহস্পতিবার সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষের অধীনে সজনেখালি রেঞ্জ অফিসে বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ শেষে বনদপ্তরের তরফে একথা জানানো হয়েছে।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের পাশাপাশি লাগোয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনভূমি গুলিতে হবে এই বাঘ সুমারির কাজ। তবে, প্রথম পর্যায়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের নির্বাচিত কয়েকটি অংশে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে ও পরবর্তী পর্যায়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের অন্তর্গত অন্যান্য বাদাবন অঞ্চল গুলিতেও এই ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে চলবে গণনার কাজ। আর এই গণনা কাজের প্রশিক্ষণের জন্য এদিন সুন্দরবনের সজনেখালিতে বনকর্মীদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছিল সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের পক্ষ থেকে। যেখানে যোগ দিয়েছেন প্রায় ৫০জন বনকর্মী এবং সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনবিভাগের আধিকারিকরা।

আর সুন্দরবনের এই বাঘ গণনার বিষয়ে জানতে চাইলে এদিন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, 'ব্যাঘ্রপ্রকল্প এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের অন্তর্গত বনাঞ্চলে মোট ৭৩২টি জায়গায় ১,৪৬৪টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হবে। প্রথম দফায় ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হবে ২৭ নভেম্বর। তা বসানো থাকবে ৩৫ দিন। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত টানা ছবি ওঠার পর ক্যামেরাগুলি তুলে আনা হবে জঙ্গল থেকে।' তার পর আবার, দ্বিতীয় দফায় ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে বাঘের সন্ধান পেতে পাতা হবে ক্যামেরার 'ফাঁদ'।তার পর সমস্ত ক্যামেরার চূড়ান্ত পর্বের প্রতিটি ছবি মিলিয়ে শরীরের ডোরাকাটা দাগের ধরণ দেখে প্রত্যেক বাঘ কে আলাদা আলাদা ভাবে শনাক্ত করা হবে। তার পর জানা যাবে সুন্দরবনে প্রকৃত বাঘের সংখ্যা"।

প্রসঙ্গত, গত বার বাঘ সুমারিতে সুন্দরবনে মোট ১০১টি বাঘের উপস্থিতি চিহ্নিত হয়েছিল।

শিশুদের মা কালীর প্রসাদ ও পুরষ্কার বিতরণ

জয়দীপ যাদব : কলকাতা : নিউজ সারাদিন :: বৃহত্তর মাটিয়াবুর্জের রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় অবস্থিত টিজি রোড ভাগাড়ে স্থানীয় কালীপুজা কমিটির উদ্যোগে শিশুদের মধ্যে মহাপ্রসাদ ভোগ বিতরণ সহ একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পূজা কমিটির সম্পাদক দীপক জয়সওয়াল জানান, অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সঙ্গে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ প্রেস মিডিয়া অ্যান্ড স্যাটেলাইট ব্রডকাস্টিং (আইসিপিএমএসবি)-এর জাতীয় সভাপতি জগদীশ যাদব এবং সম্মানিত অতিথি লাভ সিং, সঞ্জীব সিং শিশুদের পুরষ্কার বিতরণ করেন। প্রকাশ যাদব, অভিষেক পান্ডে, মনোজ রাই, রবি মন্ডল এবং অন্যান্যরা পুরস্কার প্রদান করেন এবং বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি রাজেশ জৈসবারা , মনোজ ঠাকুর, অমিত কুমার, মুকেশ সিং, সতীশ ট্যান্ডন, সোমনাথ, রোনু শর্মা, গৌতম সাও, রাহুল সাও, হৃতিক সিং, ধর্মেন্দ্র সিং, বজরঙ্গী সাও,,নিরজ জৈসবারা, ভিকি ধানুক প্রমুখ।

আইএফএফআই ৫৪'তে 'বিশ্ব মঞ্চে

ভারতীয় তথ্যচিত্র'-এর উপর মাস্টারক্লাস অধিবেশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গোয়ায় ৫৪তম ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজ কলা অ্যাকাডেমীতে 'বিশ্ব মঞ্চে ভারতীয় তথ্যচিত্র' নিয়ে একটি মাস্টারক্লাস অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। এই অধিবেশনে কার্তিকী গঞ্জালভেস, আর ভি রামানী, মিরিয়াম চ্যান্ডি মেনাচেরী, সাই অভিষেক এবং নীলোৎপল মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন আনসুল চতুর্বেদী। তথ্যচিত্রের বিভিন্ন মূল্যবান দিক, এর নির্মাণে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ভারতীয় তথ্যচিত্রের আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে এইসব তথ্যচিত্রের প্রদর্শন নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা হয়েছে। বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটগুলিকে কাজে লাগিয়ে তিনি কিভাবে তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা কার্তিকী গঞ্জালভেস সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। প্রবীণ চলচ্চিত্র নির্মাতা আর ভি রামানীর ছবিগুলিতে সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সবসময়েই স্থান পেয়ে এসেছে। তিনি এই ধরনের তথ্যচিত্রে বাণিজ্যিক লাভের বিষয়টির পরিবর্তে সমাজের বিভিন্ন দিককে যথাযথভাবে তুলে ধরার উপর গুরুত্ব দেন। মিরায়াম চ্যান্ডি মেনাচেরী পরিচালক ও প্রযোজক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, মূলধারার সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য এবং দর্শকদের আগ্রহ ও এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণে অর্থের সঙ্কুলানের বিষয়গুলি উৎসাহী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাই অভিষেক ভারতীয় তথ্যচিত্রের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেন, ফিল্ম ক্লাব এবং বিপণন সংস্থাগুলির সহায়তা অত্যন্ত জরুরি। তথ্যচিত্র নির্মাতা নীলোৎপল মজুমদার মনে করেন, তথ্যচিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা যায়। এই অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের চলচ্চিত্র শাখার নির্দেশক শ্রী আর্মস্ট্রং পামে জানান, কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট এবং পুণার ফিল্ম অ্যান্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়াতে তথ্যচিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত স্বল্পদৈর্ঘ্যের পাঠক্রম চালু হতে চলেছে। দূরদর্শনেও তথ্যচিত্র প্রদর্শনের জন্য কিছু সময় বরাদ্দ করা হবে। এবছর থেকে আইএফএফআই ফিল্ম ২০ কোটি টাকার একটি তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এনএফডিসি-র মাধ্যমে এই তহবিলের সুবিধা পাওয়া যাবে।

দোকানেই চলছে সাইকেল ও মানব চিকিৎসা,

অরূপবাবুই এলাকার মানুষের ভরসা!

সুরজীৎ আদক,শ্যামপুর: নিউজ সারাদিন : দেখতে দেখতে ১৮ বছর যাবৎ একই সঙ্গে একই 'ডিসপেন্সারিতে' মানুষ এবং সাইকেলের রোগ সারিয়ে চলেছেন শ্যামপুর থানার আঁন্টিলাপাড়ার পঞ্চাশোর্ধ অরূপ জানা। শুনতে বিষয়টি অবিশ্বাস্যকর মনে হলেও এটাই সত্যি।এইভাবে ৩০ বছর ধরে অরূপবাবু একটি সাইকেল সারানোর দোকান চালিয়ে যৎসামান্য উপার্জন করে কোনওরকম ভাবে নিজের,স্ত্রী এবং পুত্রের মুখে দু'বেলা অন্নের সংস্থান করে আসছেন। গত ১৮ বছর যাবৎ তিনি এই সাইকেল সারানোর দোকানটি থেকেই সাইকেল সারানোর পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকার ৮-১০ টি গ্রামের মানুষকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলার গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন অরূপবাবু।তাঁর বাবা সত্যেন্দ্র প্রসাদ জানা আগে ওই এলাকার মানুষদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন।এলাকায় কাছাকাছি চিকিৎসা কেন্দ্র বলতে দু'কিলোমিটার দূরে ঝুমঝুমি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তাই দিন ও রাতে গ্রামের মানুষ বিপদে পড়লেই সত্যেন্দ্রবাবুর শরণাপন্ন হতেন। তখন অরূপবাবুও বাবার সঙ্গে চিকিৎসার কাজে হাত পাকানো শুরু করেন। বাবার কাছ থেকে চিকিৎসার পাঠ নিয়ে তিনিও একটু আধটু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কাজ শুরু করেন। তাঁর বাবা মারা যাবার পর থেকেই আঁন্টিলাপাড়া সহ আশপাশের গ্রামের মানুষদের দেখভালের সমস্ত দায়িত্বই অরূপবাবুর কাঁধে এসে পড়ে। তাঁর হাতের স্পর্শে বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, আর্নিকা, নাক্স ভমিকা, রাস টক্স অথবা একোনাইট, ইপিকাক, কার্বোভেজ যেন কথা বলে। তিনি এলাকায় 'ডাক্তারবাবু' নামেই পরিচিত। মানব চিকিৎসার পাশাপাশি সাইকেল সারানোতেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সাইকেলের যে কোনও ত্রুটি তিনি নিমেষের মধ্যে সারিয়ে তুলে সাইকেল চালকের মুখে হাসি ফোটান। বিশিষ্ট সমাজ ও পরিবেশ কর্মী অর্পণ দাস অরূপবাবুর এই কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেন। অর্পণবাবু জানান, আশপাশের আট-দশটি গ্রামের অসংখ্য মানুষ এখন অরূপবাবুর উপরেই ভরসা করেন। তিনি এখন ওই এলাকার মানুষের বিপদের বন্ধু হয়ে উঠেছেন। চিকিৎসার জন্য তিনি কোনও অর্থ নিতে চান না। শুধুমাত্র ওষুধ কেনার খরচটুকুই তিনি রোগীদের কাছ থেকে নিয়ে থাকেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ধন্বন্তরি অরূপবাবুর হাতের ওষুধের দু'এক ডোজ সেবনের পরেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে। প্রচার বিমুখ ও মিতভাষী অরূপবাবু নিজেকে গুটিয়ে রাখতেই পছন্দ করেন। তিনি জানান, পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক থেকে তিনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ কিনে আনেন। সকাল ৭টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত তাঁর সাইকেলের দোকান খোলা থাকে। সেই সময়ে যে সমস্ত রোগীরা আসেন তাঁদের তিনি চিকিৎসা করেন। গ্রামের মানুষ যে কোনও অসুখের ক্ষেত্রে আগে অরূপবাবুর সাইকেলের দোকানে ছুটে যান। তিনি যতক্ষণ না রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তর করছেন ততক্ষণ রোগীরা তাঁর উপরেই ভরসা রাখেন। অবশ্য কারও বড় ধরনের কোনও অসুখ হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রোগীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। অরূপবাবু শুধুমাত্র একজন সুচিকিৎসকই নন। তিনি একজন বড় হৃদয়ের মানুষ। দুঃস্থ রোগীদের কাছ থেকে তিনি কোনও অর্থ নেওয়া একদম পছন্দ করেন না। আঁন্টিলাপাড়ার বাসিন্দারা জানালেন, নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে অন্য চিকিৎসকের কাছে যেতে হয় না।এলাকার 'ডাক্তারবাবুই' এখন গ্রামের আপামর মানুষের চোখে সাক্ষাৎ দেবতা।

ছত্তিশগড়ের রাজ্যপালের আমন্ত্রণে রাজ্যপালের বাসভবনে
রাজ্যপাল বিশ্বভূষণ হরিচন্দনের সঙ্গে পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী

১-ম পাতার পর

ধর্মতলায় বিজেপিকে সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট

তা হলে অসুবিধার কী রয়েছে?"মন্তব্য, 'রাজ্যে এই সব কর্মসূচি লেগেই থাকে। মানুষের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে ভাবেন না। সরকারি কর্মচারী, রাজনৈতিক দল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সবাই রাস্তা আটকে মিছিল করে। পুলিশ অনুমতি দিয়ে দেয়। এটা এখানে খুব সাধারণ বিষয়। অন্য রাজ্যে আমার অভিজ্ঞতা আলাদা। হাই কোর্ট থেকে যাওয়ার জন্য গত কালও পুলিশের তরফ থেকে দু'টি চিঠি পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে, আমাদের বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে।' তিনি আরও বলেন, 'আবার কর্মসূচি হলে সবাই তাই করবে। মানুষ ঘুরে ঘুরে যাবে।'

রাজ্যের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, 'অনেকে অনেক কিছু করছে, তবুও রং দেখা হচ্ছে কেন? মানুষকে অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দিন। কী করা যাবে? ছটপূজা নিয়ে রাস্তা বন্ধ ছিল। মানুষ অন্য জায়গা দিয়ে ঘুরছে।'এই প্রসঙ্গেই তাঁর সংযোজন, 'এত আগেও আবেদন করার পরেও আপনারা এটাকে যদি অনুমতি না দেন তা হলে তো রাজ্যে কোনও কর্মসূচি করা যাবে না। আমরা বলে দিচ্ছি, রাজ্যের কোথাও কোনও কর্মসূচি হবে না।'রাজ্যের তরফে নিয়মের কথা বলা হওয়ায় প্রধান বিচারপতি বলেন, 'নিয়মের কথা বলছেন। শাসকদলের কর্মসূচির ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানেন? তাদের ক্ষেত্রে কী নিয়ম মানেন সেই তালিকা নিয়ে আসুন।' নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, 'বালিগঞ্জ এলাকায় রাত ৩টে পর্যন্ত ড্রাম বাজিয়ে লরির উপরে লোকজন শোভাযাত্রা করেছে। চার-পাঁচ দিন আগে দেখলাম ট্রাকের মাথায় একটি শিশুকে নিয়ে লোক যাচ্ছে। ধরে বসার কিছু নেই। পণ্যবাহী গাড়িতে করে মানুষ যাচ্ছে। পুলিশ কিছু বলছে না! এটা তো আইন লঙ্ঘন করছে। কোনও নোটিস না দিয়ে গোটা শহর স্তব্ধ করে দিয়েছিল কুর্মি সম্প্রদায়। কেন এ রকম হবে? আদালত এগুলো দেখেছে। 'উচ্চ আদালতের রায় এবং এই পর্যবেক্ষণের পর বিজেপির আইনজীবী লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সূর্যনীল দাস সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'রাজ্য সরকার শাসকদল এবং বিরোধী দলগুলির উপর সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই আচরণ করছে। রাজ্য প্রশাসন যে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে, তার প্রমাণ আজকের এই আদালতের রায়।'২১ জুলাইয়ের সভাস্থলেই আগামী ২৯ নভেম্বর তাদের বিশেষ কর্মসূচি করার অনুমতি চেয়েছিল বিজেপি। সেই সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহকেও আনার পরিকল্পনা আছে বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের। কিন্তু পুলিশের কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করা হলে তারা সেই আবেদন দু'-দু'বার ফিরিয়ে দেয়। যুক্তি হিসাবে জানানো হয়, সভার জন্য জায়গাটি ফাঁকা নেই। পুলিশের ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল পদ্মশিবির। একক বেঞ্চ তাদের সভার ছাড়পত্র দিলে তার বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। বৃহস্পতিবার সেখানেই রাজ্যের আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন, "আগামী ২৯ নভেম্বর ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করতে চায় বিজেপি। ওই জায়গাটি কোনও কর্মসূচির জন্য নয়। শুধুমাত্র একটি কর্মসূচি করা হয়। গত ৩০ বছর ধরে তা-ই হয়ে আসছে।"

১-ম পাতার পর

বিধানসভাতে বিধায়কের উপস্থিতি প্রমাণ রাখতে রেজিস্টার খাতা

বৈঠকে আরও বলেছেন, 'রোজকার রিপোর্ট আমাকে দেবেন। আমি মমতাদি'কে দেব।'

উল্লেখ্য, দলীয় মন্ত্রী-বিধায়কদের হাজিরা নিয়ে কড়াকড়ি চালু করার চিন্তাভাবনা অনেকদিন ধরেই চলছিল তৃণমূলের অন্দরে। হাজিরা খাতার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল আগেই। তবে এতদিন সেটি কার্যকর হয়নি। গতকাল নেতাজি ইনডোরে বিধায়কদের হাজিরা নিয়ে মমতার কড়া বার্তার পরই আজ থেকে বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের জন্য চালু হয়ে গেল হাজিরা খাতার ব্যবস্থা। এদিকে বিধানসভায় মন্ত্রী-বিধায়কদরে জন্য হাজিরা খাতা চালু করার বিষয়টির সঙ্গে যদিও সহমত নন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর বক্তব্য, প্রত্যেক মন্ত্রী-বিধায়ককে নিজেদেরই দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত। প্রত্যেকের বিধানসভায় সময়মতো আসা প্রয়োজন। কিন্তু, এভাবে সই করার ব্যবস্থার সঙ্গে একমত নন ফিরহাদ। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা স্কুলে পড়ি নাকি!'

প্রসঙ্গত, এর আগেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সারপ্রাইজ ভিজিটে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অতীতে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে আগাম না জানিয়েই হঠাৎ পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। হাসপাতালে কেমন কাজ চলছে, রোগী পরিষেবা কেমন চলছে, সব সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন। আর এবার বিধানসভাতেও বিধায়কদের উপস্থিতি খতিয়ে দেখতে যখন তখন সারপ্রাইজ ভিজিটে দেখা যেতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।কেন উপস্থিতি নিয়ে এত কড়াকড়ি শাসক শিবিরে ? সূত্রের খবর, এই নিয়ে বহুদিন ধরেই সমস্যা চলছিল । পরিষদীয় দলের তরফেও এর আগে পার্টির কাছে রিপোর্ট গিয়েছে। বহু সময় সকালের দিকে বহু বিধায়ক মন্ত্রী উপস্থিত থাকছে না বলে অভিযোগ উঠছিল। সেক্ষেত্রে, ভোটাভুটির সময় শাসক দলের ভোট পড়ছে কম পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল। কারণ, বিরোধী দল সংখ্যায় কম হলেও অনুপাতে উপস্থিতি ভাল। দিনের পর দিন এমন পরিস্থিতি চলতে থাকা, মোটেই ভাল বার্তা যায় না। কোনও কোনও মন্ত্রীর উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল। এবার শেষমেশ কড়া বার্তা তৃণমূল দলের ।

১-ম পাতার পর

বিজেপির সভা নিয়ে হাইকোর্টে ধাক্কা, সরকারের বেইজ্জতির জন্য পরামর্শদাতাদের তুলোধনা কুণালের

রোজ অপদস্থ হতে হচ্ছে সরকারকে!

ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে সভায় রাজ্য সরকার আপত্তি জানালে বিজেপি হাইকোর্টে মামলা করেছিল। সেই মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চ সভা করার অনুমতি দেয়। তারপর সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করে রাজ্য সরকার। সেই মামলার শুনানিতে এদিন শুধু সভা করার অনুমতি দেয়নি উচ্চ আদালত, বিচারপতিরা তাঁদের পর্যবেক্ষণে তীব্র অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন সরকারকে। কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের এই ধাক্কা খাওয়াটা সাম্প্রতিক কালে এই প্রথমবার নয়। বরং ধারাবাহিক ভাবে তা চলছে। তাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বনেদ্যাপাধ্যায় আইন দফতরের উপর অসন্তুষ্ট বলেও খবর। সম্প্রতি আইন মন্ত্রী মলয় ঘটককে ডেকে বৈঠকও করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পর রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল পদ থেকে সৌমেনদ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইস্তফা দেন।

ব্রজভূমিতে বর্তমানে যে উন্নয়ন হচ্ছে,

তা দেশের পরিবর্তিত ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ উত্তর প্রদেশের মথুরায় সন্ত মীরাবাঈ জন্মোৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি সন্ত মীরাবাঈ-কে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্রকাশ করেছেন। তিনি অনুষ্ঠান-স্থলে আয়োজিত প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। সন্ত মীরাবাঈ এর স্মরণে বর্ষব্যাপী যে কর্মসূচি পালিত হবে, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা সূচিত হ'ল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ব্রজভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ব্রজবাসীদের মধ্যে থাকতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই অঞ্চলের আধ্যাত্মিক গুরুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শ্রী মোদী ভগবান কৃষ্ণ, রাধারানী, মীরাবাঈ সহ ব্রজভূমির সকল সাধুসন্ত-কে প্রণাম জানান। মথুরার সাংসদ শ্রীমতী হেমা মালিনীর উদ্যোগের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রীমতী মালিনী ভগবান কৃষ্ণের ভক্তিসাগরে নিজেকে নিমজ্জিত করেছেন। ভগবান কৃষ্ণ ও মীরাবাঈ - এর সঙ্গে গুজরাটের যোগাযোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মথুরা সফরের গুরুত্বের দিকটি তুলে ধরেন। "মথুরার কানাইয়া গুজরাটে গিয়ে দ্বারকাধীশের ভূমিকা পালন করেছেন"। রাজস্থানের সন্ত মীরাবাঈজী মথুরা যাত্রায় ভালোবাসার পুসার ঘটিয়েছেন। জীবনের অন্তিমপর্ব তিনি গুজরাটের দ্বারকায় অতিবাহিত করেন। গুজরাটবাসী যখন উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানে ব্রজভূমি দর্শন করেন, তখন তাঁরা সেটিকে দ্বারকাধীশের আশীর্বাদ বলে বিবেচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০১৪ সাল থেকে বারাণসীর সাংসদ হওয়ার সুবাদে তিনি উত্তর প্রদেশের একজন হয়ে উঠেছেন। শ্রী মোদী বলেন, সন্ত মীরাবাঈ-এর ৫২৫তম জন্মবার্ষিকী আসলে ভারতের সংস্কৃতি এবং ভালোবাসার ঐতিহ্যের উদযাপন। এই উদযাপনের মধ্য দিয়ে নর ও নারায়ণ, জীব ও শিব, ভক্ত ও ভগবান এক হয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, মীরাবাঈ আত্মত্যাগ ও শৌর্যের ভূমি রাজস্থান থেকে উঠে এসেছেন। ৮৪টি 'কোস' - এ উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থান এই দুই রাজ্যেরই প্রভাব প্রতিফলিত। "মীরাবাঈ ভারতের চেতনার সঙ্গে ভক্তি ও অধ্যাত্মকে লালিত করেছেন। তাঁর স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতের আত্মত্যাগ ও শৌর্যের কথা যেমন মনে করিয়ে দেয়, পাশাপাশি দেশের সংস্কৃতি ও চেতনাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাজস্থানবাসীর ভক্তির ঐতিহ্যকেও স্মরণ করতে হয়"। শ্রী মোদী বলেন, ভারতে সর্বদাই নারী শক্তি পূজিত হয়েছে। ব্রজবাসী অন্যসব অঞ্চল থেকে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। কৃষ্ণের দেশে সকলকেই স্বাগত জানানোর সময়, অভ্যর্থনা জানানোর সময় এবং সংবর্ধনা জানানোর সময় 'রাধে রাধে' বলে সম্বোধন করা হয়। 'রাধার নাম যুক্ত করলেই কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ সম্পূর্ণ হয়'। এর মাধ্যমে দেশ গঠনের কাজে মহিলাদের অবদান স্বীকৃতি পায়। মীরাবাঈ এক্ষেত্রে আদর্শ এক উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী মীরার ভজনের একটি অংশ উদ্ধৃত করে বলেন, "আকাশ ও ভূমির মধ্যে যাই ঘটুক না কেন, তার শেষ আছে"। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সঙ্কটের সময় নারী শক্তি কিভাবে সারা বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে, মীরাবাঈ তার উদাহরণ। তাঁর গুরু ছিলেন সন্ত রবিদাস। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। তাঁর কাব্যগাঁথা আজও আমাদের পথ দেখায়। মূল্যবোধকে আদর্শ করে কিভাবে চলতে হয় মীরাবাঈ - এর থেকে আমরা সেই শিক্ষাই পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রী ভারতে শাশ্বত ভাবনাকে স্মরণ করে বলেন, যখন দেশের চেতনা দুর্বল হয়েছে, আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে, তখনই দেশের অভ্যন্তর থেকেই এক শক্তি জাগ্রত হয়েছে এবং এই সমস্যার সমাধান হয়েছে। কোনও কোনও পথ প্রদর্শক যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, আবার কেউ হয়েছেন সাধু। ভক্তি যুগে দক্ষিণ ভারতের আলাভার, নয়নার সন্ত, আচার্য রামানুচার্য; উত্তর ভারতের তুলসীদাস, কবীরদাস, রবিদাস ও সুরদাস; পাঞ্জাবের গুরু নানকদেব, পূর্ব ভারতের বাংলার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং পশ্চিমে গুজরাটের নারসিং মেহতা ও মহারাষ্ট্রের তুকারাম এবং নামদেবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এরা সেই সময় দেশকে পথ দেখিয়েছেন। তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি পৃথক হলেও তাঁদের বার্তা ছিল অভিন্ন। তাঁরা আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শ্রী মোদী মলুক দাস, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, মহাপ্রভু বল্লভাচার্য, স্বামী হরিদাস ও স্বামী হিত হরিবংশ মহাপ্রভুর উদাহরণ দিয়ে বলেন, মথুরা ভক্তি আন্দোলনের সময় বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্গম-স্থল হয়ে উঠেছিল। "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে আজও ভক্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে"। প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মথুরাকে যে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ ছিল, সেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা ভুলে দাসত্বের মানসিকতার কারণেই ব্রজভূমি অবহেলার শিকার হয়েছে। অমৃতকালের এই সময় দেশ প্রথমবারের মতো দাসত্বের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। লালকেল্লার প্রকার থেকে যে পঞ্চ প্রণ (সংকল্প)-এর কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করে শ্রী মোদী বলেন, আজ কাশী বিশ্বনাথ ধাম ও কেদারনাথ ধামের পুনর্গঠন হচ্ছে। শ্রীরাম মন্দির শীঘ্রই উদ্বোধন হবে। "উন্নয়ন যাত্রায় মথুরা ও ব্রজ আর পিছিয়ে থাকবে না। ব্রজের উন্নয়নে উত্তর প্রদেশ ব্রজ তীর্থ বিকাশ পরিষদ গঠিত হয়েছে। তীর্থ যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং এই অঞ্চলের বিকাশে পরিষদ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে"। শ্রী মোদী বলেন, মথুরা, বৃন্দাবন, ভরতপুর, কারৌলি, আগ্রা, ফিরোজাবাদ, কাশগঞ্জ, পালওয়াল, বল্লভগড় বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও এই অঞ্চলগুলি কৃষ্ণ লীলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে একযোগে কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলগুলির উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্রজভূমিতে যে পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রত্যক্ষ হচ্ছে, তা শুধু দেশের বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতিফলনই নয়, সেটি আসলে দেশের পরিবর্তিত ভাবনাচিন্তার প্রতমান-ও। "ভারতের যখনই পুনর্জন্ম হয়েছে, তা আসলে ভগবান কৃষ্ণের আশীর্বাদেরই ফল, যার প্রমাণ মহাভারত"। বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে দেশের সংকল্পের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীমতী আনন্দীবেন প্যাটেল, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় শ্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও শ্রী ব্রজেশ পাঠক এবং সাংসদ শ্রীমতী হেমা মালিনী উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩১৯ সংখ্যা ২৫ নভেম্বর, ২০২৩ শনিবার ০৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

চিন থেকে কি 'অজানা নিউমোনিয়া' ছড়িয়ে পড়বে ভারতে? মুখ খুলল স্বাস্থ্য মন্ত্রক

করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থেকে মুক্তি মিলেছে। তবে সেই কয়েক বছরের ভয়ানক স্মৃতি ভুলে যাননি কেউই। সেই কোভিডের উতসস্থল হিসেবে চিনকেই চিহ্নিত করা হচ্ছে প্রথম থেকে। এহেন চিনে কোভিডের প্রভাব পুরোপুরি শেষ হয়নি। আর এরই মাঝে নতুন এক রহস্যজনক রোগের প্রকোপ শুরু হয়েছে সেই দেশে। মূলত শিশুরাই অসুস্থ হচ্ছে এতে।জানা গিয়েছে, এই অজানা রোগে আক্রান্ত হওয়া শিশুদের জ্বর হচ্ছে, ফুসফুসে সংক্রমণ দেখা দিচ্ছে এবং শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তবে কাশি হচ্ছে না আক্রান্ত শিশুদের। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সেভাবে ছড়াচ্ছে না এই রোগ। চিনের শিশুদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ গত অক্টোবর থেকেই দেখা গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে এই রোগে এখনও পর্যন্ত কোনও রোগীর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসেনি। এদিকে আন্তর্জাতিক সংক্রমণ ও রোগ নজরদারি সংস্থা প্রোমেড গত মঙ্গলবার লাল সতর্কতা জারি করে। এদিকে প্রোমেডের এই সতর্কতা এবং শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত 'অজানা নিউমোনিয়া' রোগটি একই কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে চিনের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। চিনের চিকিতসক এবং গবেষকদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এদিকে এই অজানা রোগ নিয়ে চিন গোপনীয়তা বজায় রেখেছে এখনও। এই আবহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট তলবের জবাবে বেজিং কী বলেছে তা স্পষ্ট নয়। এর আগে কোভিডকালে চিনের এই গোপনীয়তা বজায় রাখার সভাবের নিন্দা জানানো হয়েছিল বিশ্ব জুড়ে। এবারও চিন সেই পথেই হাঁটছে।ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো এই 'অজানা নিউমোনিয়া' ভারতেও ছড়িয়ে পড়বে না তো? এই প্রশ্নের জবাবে বিবৃতি প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হল, আপাতত চিনের 'অজানা নিউমোনিয়া' ভারতে ছড়িয়ে পড়ার কোনও লক্ষণ নেই। এছাড়া বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'সবরকমের পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত সরকার। আমরা বিষয়টির ওপর নজর রেখে চলেছি।'

স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে, 'এখনও পর্যন্ত যে তথ্য হাতে এসেছে, তার ভিত্তিতে আমরা জানতে পেরেছি, গত কয়েক সপ্তাহে চিনে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা বেশি সংখ্যায় দেখা গিয়েছে। কোনও অস্বাভাবিক প্যাথোজেন বা কোনও অপ্রত্যাশিত ক্লিনিকাল ভাইরাল ছড়িয়ে পড়ার কোনও লক্ষণ এখনও শনাক্ত করা যায়নি।'রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর চিনে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে একটি রহস্যজনক রোগ। এই রোগের উপসর্গ কতকটা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো। এদিকে আক্রান্ত শিশুদের নিশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এই 'অজানা নিউমোনিয়া' নিয়ে চিনের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। পাশাপাশি এই রোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য পদক্ষেপ করতেও বলা হয়েছে চিনের সরকারকে। এদিকে জানা গিয়েছে, এই রোগের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়তেই অনেক স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১২ নভেম্বর একটি সাংবাদিক বৈঠক করে চিনের ন্যাশনাল হেলথ কমিশন সম্ভবত প্রথমবারের মতো বাড়তে থাকা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিল। বেজিং এবং লিয়াওনিংগে হাসপাতালগুলিতে অজানা নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত শিশুদের ভিড় উপচে পড়ছে বলে দাবি করেছে তাইওয়ানের সংবাদমাধ্যম।

ভোটার তালিকায় নাম তুলুন রাজ্যে থাকা বাংলাদেশিরা', বারাসতের তৃণমূল নেত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক

বারাসত : নিউজ সারাদিন : পাখির চোখ লোকসভা নির্বাচন। আর তার আগে হাবড়ায় বসবাসকারী বাংলাদেশিদের ভোটার কার্ড দেওয়ার আশ্বাস বারাসতের তৃণমূল নেত্রী রত্না বিশ্বাসের। তাঁর মন্তব্য ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তুঙ্গে সমালোচনার ঝড়।কী করে ওপার বাংলার নাগরিকদের এই রাজ্যে ভোটার তালিকায় নাম লেখাতে বলতে পারেন একজন তৃণমূল নেত্রী, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে উঠেছে বিতর্কের ঝড়। এবিষয়ে রাজ্যের শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বেআইনি কাজ করার জন্য মুখিয়ে বসে রয়েছে তৃণমূল। শুধু টাকাটা পেলেই হল।' ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রত্নাদেবীর মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই যে বেশ অস্বস্তিতে তৃণমূল তা বলাই বাহুল্য।বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের জন্মদিন ছিল বৃহস্পতিবার।সেই উপলক্ষে হাবড়ার ১ নম্বর ব্লকের পৃথিবা এলাকায় একটি দলীয় কর্মসূচির আয়োজন হয়। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান রত্না বিশ্বাস বলেন, 'তিন মাস পরেই লোকসভা নির্বাচন। ভোটার লিস্টের কাজ চলছে। জাকিরদার নির্বাচনী এলাকায় অনেক বাংলাদেশি লোক বসবাস করেন। জাকিরদা লিংকটা ভালো করতে পারেন। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন যদি তাঁদের ভোটার লিস্টে নাম তুলতে লিংকের কোনও সমস্যা হয় তাহলে জাকিরদার এই অফিসে এসে যোগাযোগ করবেন। এই কাজটা অতি দ্রুত করবেন। আমরা চাই না একটি ভোটও বাইরে পড়ুক।' তৃণমূল নেত্রী 'আশ্বাস বাণী' সোশাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল।

তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্যে উল্লেখিত 'জাকিরদা' হাবড়া ১ পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি। তিনিও ওই বক্তব্যের সময় রত্নাদেবীর পাশেই ছিলেন। রত্না বিশ্বাসের এই মন্তব্য নিয়ে সাফাই দিয়েছেন। এবিষয়ে অযথা জলঘোলা করার চেষ্টা হচ্ছে বলেই দাবি তৃণমূল নেতা জাকির হোসেনের। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের এলাকায় বেশিরভাগ বাসিন্দাই ১৯৬০-৬৫ সালের পর ওপার বাংলা থেকে এসে বসবাস করছেন। ১৯৯০ সালের আগে ভোটার তালিকায় নাম ছিল। কিন্তু যেকোনও কারণেই হোক তার পর ভোটার তালিকা থেকে অনেকের নাম বাদ গিয়েছে। সেই সময়ের ভোটার তালিকাগুলি আমরা ইন্টারনেট ঘেঁটে বের করে রেখেছি। যার যার প্রয়োজন তাঁদের দেওয়া হবে। সেই কথাটাকেই উনি লিংক করিয়ে দেবেন বলতে চেয়েছেন।' তাঁর সংযোজন, 'আমরা পরিষেবা দিয়ে থাকি, কোনও বেআইনি কাজ করি না। বাংলাদেশি কথাটা না বললেই ভালো হত। মুখ ফসকে উনি বলে ফেলেছেন।'

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

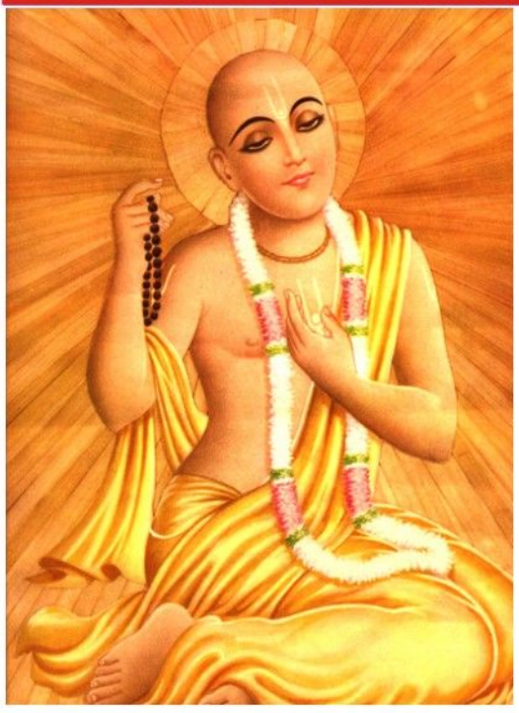

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সাম্প্রতিক কালেও ওড়িশার বিদ্বৎ সমাজের একাংশ ওড়িশার রাজনৈতিক স্বাধীনতালোপের জন্য দায়ী করে থাকেন চৈতন্যকে। অথচ দেশকে যারা ভিতর থেকে দুর্বল করে দিয়েছিল, সেই বিশ্বাসঘাতক গোবিন্দ বিদ্যাধর বা অন্যান্যদের ভূমিকা সম্পর্কে তারা একটি কথাও বলেন না।ওড়িশার ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই গোবিন্দ বিদ্যাধর অত্যন্ত নীচচরিত্রের মানুষ

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার খুন হয়ে গেলেও রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাবে লোকাল নেতারা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

অন্যায়কে বরদাস্ত করে না বলে, খুন হয়ে যেতে পারে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার তাতে লোকাল রাজনৈতিক নেতারা একভাবে সুবিধা পাবে, সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। কিসের কারণে দিনের পর দিন বিভিন্ন অত্যাচার এই পরিবারটার উপরে শারীরিক মানসিক অমানবিক ভাবে হয়। ক্যানিং লোকাল ট্রেনে উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে ফোনটি তুলে নিল সম্পাদকের পরিবারের লোকজনের কাছ দিয়ে, ফোন তুলে নেওয়ার এক মিনিটের মধ্যে লোকাল প্রশাসনকে জানিও তেমনি কোন সুবিধা আজ মেলেনি। ফোন চুরি হয়ে গেলে ক্যানিং জিআরপিতে হারিয়ে যাওয়ার ডায়েরি করতে হয়, এটা তো ঠিক অবাক হয়ে যাওয়ার মতন কথা। সবচেয়ে বড় কথা যদি ফোনটি উদ্ধার করে দেয় তাহলে সবকিছু মেনে নেওয়া সম্ভব। কিসের উদ্দেশ্যেই এমনই ঘটনা বারবার ঘুরছে যা প্রশাসন জেনেও নির্বাক কেন, তাহলে কি সম্পাদক যেকোনোভাবে খুন বা মারা গেলেই রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাবে এক শ্রেণী নেতারা। সেই পরিকল্পনা কি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কৌশলে হতো, তবে হঠাৎ মৃত্যু যে কোনোভাবে যদি হয়ে যায় সম্পাদকে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা। এই বর্বরতার হাত থেকে মনে হয় এরাই দেবে না বলেই ,উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে বিভিন্ন কৌশলগত অত্যাচার চলছে। লোকাল রাজনৈতিক এক নেতা নাম প্রশাসন জানিও তার কি উদ্দেশ্য বারবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে বিভিন্নভাবে ডিস্টার্ব করছে। প্রশ্ন হলো এই রাজনৈতিক নেতারা প্রশাসনিকভাবে জেট ক্যাটাগরি ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা এই ব্লকে পায় ,যে ব্লকে সম্পাদক থাকে এই ব্লকের সম্পাদকের নিরাপত্তার অভাব অথচ প্রশাসনিকভাবে কোন নিরাপত্তা দেয়া হয় না। কাগজের সম্পাদকের কি নিরাপত্তার অভাবের জন্যই এহেনে অবিচার চলছে। রাজনৈতিক নেতারা চাইছে মৃত্যুঞ্জয়কে যে কোন কৌশলগতভাবে মেরে দেয়া হোক , সেটা ঘটে গেলেই লাভ হবে একশ্রেণী রাজনৈতিক নেতাদের। সেই কারনে নেতারা এতটাই মরিহা হয়ে লেগেছে। লোকাল সব খবর কম বেশি থাকার সত্ত্বেও কেমন যেন নির্বাক হয়ে রয়েছে। এদিকে কয়েকদিন আগেই

কি বর্বরতা কাগজের সম্পাদকের উপরে চলছে, একদিকে কৌশল করে প্রশাসনকে দিয়ে অত্যাচার চালালো। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতারা কৌশল করে জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটাই প্রশ্ন ছোট কাগজের সম্পাদককে কি জোর করে রাজনৈতিক করানোর অনুমতি দিয়েছেন আপনার দলের নিচু তলার কর্মীদের। তা না হলে কেনই বা সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর বিভিন্নভাবে অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছেন। ক্যানিং প্রেস কর্নার করানোর জন্য ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদারের সামনে কয়েকজন সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কাগজের সম্পাদক কে অপমান এবং মারধর হয়েছিল,তার কোন সূরাহ আজ হলো না। নিচের তলার পুলিশ কর্মীরা এমনভাবে অমানবিক অবিচার ও অত্যাচার করছে যাতে মৃত্যুঞ্জয় সহ তার পরিবার যে কোনভাবে যেন আত্মহত্যা করে। বা কোন কারণে মাথা গরম হয়ে কিছু অপীতিকার ঘটনা ঘটায় সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। যখন মানুষ আইনের উপরে ভরসা হারিয়ে যায় তখন সে নিজের বিচার নিজেই করে নেয়, সে কথা স্পষ্ট জানাচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। গতকাল সকালে তার পরিবারকে নিয়ে একটু ক্যানিং বাজারে গেছিল কেনাকাটা করতে, মৃত্যুঞ্জয় সরদারের চার বছরের ছোট মেয়েটি খিদে পেতে একটি দোকানের সামনে টোটো দাঁড় করিয়ে খাবার নিচ্ছিল সেখানে কোন জ্যাম বা কোন সমস্যা ছিল না পিছনে অনেক টোটো , ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদার বেশ কিছুটা দূরে ডিউটিতে তো ছিল, তারপরে কিভাবে এক পুলিশের কনস্টেবল এসে টোটোই লাঠিচার্জ করতে গিয়ে সম্পাদকের গায়ে মারল। কে এই কনস্টেবল কে মারার জন্য অনুমতি দিয়েছিল, যদি কোন সমস্যা থাকতো তাহলে এসে মুখে বলতেই পারতেন। এ বিষয়ে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত বাবুর সাথে সম্পাদক জানালে বলেন এ যেমন জনগণ যেন তেমন তার পুলিশ, তবে কে ছিল ওই পুলিশ কনস্টেবল তা খোঁজ নিয়ে দেখছি বলে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত বাবু জানিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এইভাবে কি রণকৌশল করে সম্পাদককে হেনস্থা ও অত্যাচার চালিয়ে কোন কিছু দুর্ঘটনার সম্মুখীন ফেলতে চাইছে। না লোকাল সাংবাদিক ও একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা পুলিশের দাঁড়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের উপরে অত্যাচারের খাড়া নামাতে চাইছে। সবকিছুই সঠিক ভাবে দেখা উচিত উচ্চতর পুলিশ প্রশাসনকে। এ ঘটনায় প্রায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তাহলে কি সত্যি কথা লেখার জন্য, দীর্ঘ কুড়ি বছর রাজনৈতিক কৌশলে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বিরুদ্ধে। কেননা তিনি দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করে না। দুষ্কৃতীদের অন্যায় করলে সে কথা সবার আগে তার কলমের ভাষাতেই প্রকাশ পায়। তাই তার পরিবারের উপরে দীর্ঘ কুড়ি বছর মানসিক শারীরিক ও সামাজিক বিষয়ে অত্যাচার অব্যাহত। শত অত্যাচার অপমান অবিচার সহ্য করেও তিনি নীরবে কাজ করে চলেছে। আর সত্যি কথা প্রকাশ পাওয়ার কারণেই একশ্রেণীর দুষ্কৃতীরা দীর্ঘ বছর আগে থেকেই মৃত্যুঞ্জয় সর্দারের পরিবারসহ তাকে খুন করার পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে। এক শ্রেণীর নেতাদের তার জমি জায়গা কেড়ে নেবে বলে অন্যের নামে রেকর্ড করে গোপনে তাদের মুনাফা নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। সত্যি ঘটনা যখন প্রকাশ্যে এসছে তখন মৃত্যুঞ্জয় সরদার সমস্ত ঘটনা লিখিত প্রশাসনকে জানার পরে। শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে মদ খাচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির মাঠের আশেপাশে বসে। আর মৃত্যুঞ্জয় পরিবারের যেকোনো উপর কী ভাবে ক্ষতি আলোচনা করছে। জমি যেভাবে কেড়ে নেওয়া যায় তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করছে, নেতারা সন্ধ্যা বেলায় বাড়িতে মিটিং ডেকে আলোচনা করছে যাতে ওই জায়গায় পুনরায় মৃত্যুঞ্জয় বাবুর কাগজপত্র না হয় সেই চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলেন যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভগবান আছে প্রশাসনকে সব জানানো আছে, তবে তার পরিবার মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় সহ ও তার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে একাধিকবার তাদের কথাতে বেরিয়ে এসেছে।সেই কারনে বলতে চাই জঘন্য থেকে জঘন্যতম নোংরামিতে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে গ্রামগঞ্জে, দীর্ঘ কুড়ি বছর যে পরিবারটা রাজনৈতিক সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত নয় তাদেরকে পিষে মারার চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে। তাহলে কি রাজনীতিক হচ্ছে বাংলার ভবিষ্যৎ, আইন বা পুলিশ প্রশাসন বলে কিছুই নেই? কেনই বা সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয়ের সরদারের পরিবারের এখানে অবস্থা! তাহলে কি রাজ্যের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা এইরকম জঘন্য তম ঘটনা সম্মতি দিয়ে সম্পাদক পরিবারের বিলুপ্ত করতে চাইছে? সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও এই পরিবারের কেনই বা নিরাপত্তা থাকতে পারবেনা? যত রকম অন্যায় অবিচার সহ্য করতে করতে সম্পাদকের পরিবারের প্রায় লোক অসুস্থ অবস্থায় ভুগছে। সম্পদ পরিবারের মাছ চাষের ভেরি আছে, সেই ভেরীটা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে শ উচ্চ স্তরে পুলিশকর্তারা বিষয়টি জানার পরেও কোনরকম রক্ষা করে রেখেছে এই পরিবারটাকে। এই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

বলিউড নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য বিদ্যা বালানের

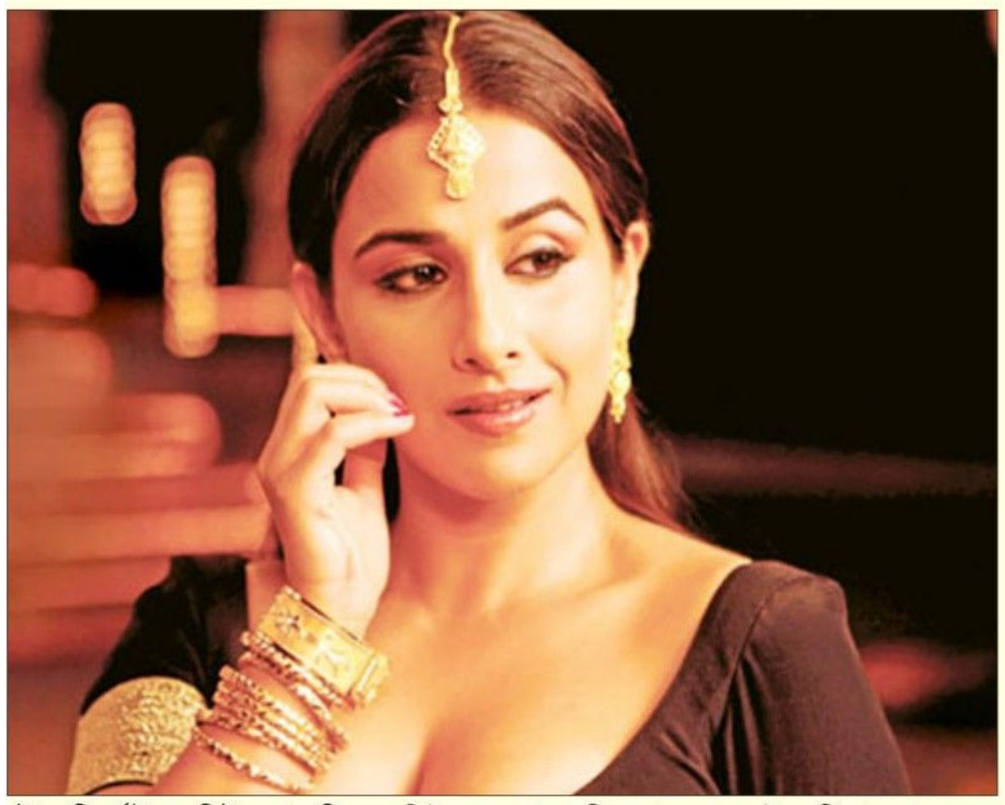

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড চলচ্চিত্রে কর্মজীবন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাংলা, তামিল, মালয়ালম ও হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন বিদ্যা বালান। পরিণীতা, কাহানি, লাগে রাহো মুন্না ভাই, বেগম জান, ডার্টি পিকচারের মতো হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন বিদ্যা বলিউডকে। তা সত্ত্বেও বলিউডকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন বিদ্যা বালান।

খুব কম অভিনেত্রী আছেন বলিউডে যারা একার কাঁধে টেনে নিয়ে যেতে পারেন একটা পুরো সিনেমা। তবে সেই তালিকায় নাম আসে বিদ্যা বালানের। কাহানি, নিয়ত-এর মতো সিনেমা দিয়ে তা প্রমাণও করে দিয়েছেন এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী। সঙ্গে পরিণীতা, কাহানি, লাগে রাহো মুন্না ভাই, বেগম জান, ডার্টি পিকচারের মতো সিনেমা তো আছেই। তবে বিদ্যার সম্প্রতি বলিউড ও দক্ষিণের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে বলা কথা নজর কেড়েছে অনেকেরই।

এক চ্যাট শো-তে মাসাবা গুপ্তার সঙ্গে কথোপকথনের সময়, বিদ্যা বালানকে বলতে শোনা যায়, 'আমি অনুভব করি যে তারা তাদের কাজের বিষয়ে অনেক বেশি শৃঙ্খলাবদ্ধ। যদিও আমি বলব যে আমি যে ধরনের সিনেমা করি সেখানে অনেক শৃঙ্খলা রয়েছে। কারণ সেটা না হয়ে কোনো উপায়ও ছিল না। কারণ সেগুলো কম বাজেটের সিনেমা। মাঝারি আকারের সিনেমা। তাই নির্দিষ্ট একটা নিয়ম মেনে কাজ তো করতেই হয়।

আমি কোনো হিন্দি বড় বাজেটের সিনেমায় অভিনয় করিনি। তাই আমি জানি না ওখানে কী হয়। কিন্তু এমন কিছু আছে যা ঠিক করে কাজ করছে না। আমরা নিজেদেরকে নিয়েই প্রশ্ন তুলছি। ওরা যা করছে নিজেদের প্রকৃত দিক তুলে ধরেছে। আমার মনে হয় হিন্দি সিনেমায় সেটার অভাব আছে।'

বিদ্যা আরো বলেন, তাঁর দক্ষিণ ভারতীয় লালনপালন তাঁকে মাটির কাছাকাছি রেখেছে। সঙ্গে তাঁর দক্ষিণ ভারতীয় পরিবারও। আমার অনেক দক্ষিণ ভারতীয়র সঙ্গে পরিচয় হয়েছে যারা পেশা হিসেবে অভিনয়কে সম্মান দেয়। তোমার উন্নতিতে খুশি হও। কিন্তু একবার কাজ করে বাড়ি ঢুকে গেলে তুমি বিদ্যা, কোনো তারকা নও আর। তুমি কারো মেয়ে, কারো বউ, কারোর আন্টি। আমি ছোটবেলা থেকে সেই শিক্ষা পেয়েই বড় হয়েছি।'

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে বিদ্যা আর. বালকি পরিচালিত পা নাট্য চলচ্চিত্রে একটি ১২-বছর বয়সী শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলের স্ত্রীরোগবিশারদ মায়ের চরিত্রে উপস্থিত হন। বিদ্যাকে শেষ দেখা গেছে নিয়ত সিনেমায়। বক্স অফিসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পায় সিনেমাটি।

রণবীর-আলিয়ার দ্বিতীয় সন্তান প্রসঙ্গে যা বললেন কারিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিয়ের বছর ঘোরার আগেই গত নভেম্বরে তাঁদের কোল আলো করে এসেছে কন্যাসন্তান। রণবীর কাপূর-আলিয়া ভট্ট চলতি বছরের এপ্রিল মাসে নিজেদের প্রথম বিবাহবার্ষিকীও পালন করেছেন।

নভেম্বরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের নিয়ে মেয়ে রাহা কাপূরের এক বছরের জন্মদিন পালন করেন তাঁরা। এরমধ্যেই দ্বিতীয় সন্তান নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন 'রণলিয়া' জুটি। জল্পনা উস্কে দিলেন রাহার পিসি কারিনা কাপূর খান।

সম্প্রতি 'কফি উইথ কর্ণ'-এর শোয়ে আসেন ননদ-বৌদি জুটি কারিনা ও আলিয়া। কর্ণ জোহরের অনুষ্ঠান 'কফি উইথ কর্ণ'-এর নিয়মিত অতিথি কারিনা। অষ্টম সিজনও তার ব্যতিক্রম নয়। চলতি সিজনে আলিয়া ভট্টের সঙ্গে কফির আড্ডায় দেখা যেতে চলেছে কারিনাকে। সেখানে এসেই রণবীর-আলিয়াকে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে বসেন অভিনেত্রী। কর্ণের শোতে এসে বরাবরই খোলামেলা আড্ডা দিয়েছেন বেবো। এবারও তার অন্যথা হয়নি। মেয়ে রাহার প্রসঙ্গ উঠতে আলিয়া বলেন, 'আমাদের দু'জনের মধ্যে মেয়েকে নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। কে বেশি ক্ষণ ওঁর সঙ্গে কাটাবো সেই নিয়ে ঝামেলা।'

যে-ই না আলিয়া বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কেটে কারিনা বলেন, 'এক কাজ করো, দ্বিতীয় সন্তানের পরিকল্পনা শুরু করে দাও। তা হলে দু'জনে দুটো সন্তান থাকবে।' ননদের কথা একেবারে ফেলে দিয়েছেন এমনটা নয়, বরং খানিক লাজুক হাসেন আলিয়া। তলে তলে তাঁরা এমনই পরিকল্পনা করছেন, তাঁর মুখের হাসি কি তা-ই বলছে?

শাহিদ-রণবীরের সঙ্গে প্রেম প্রশ্নে মুখ খুললেন নার্গিস ফাখরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সর্বপ্রথম আমেরিকার নেক্সট টপ মডেল হওয়ার মাধ্যমে মিডিয়াতে প্রবেশ করেন নার্গিস ফাখরি। পরে জায়গা করে নেন বলিউডেও। ২০১১ সালে বলিউডের সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র 'রকস্টার'-এ অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনেত্রী হিসেবে ভারতে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর 'ম্যায় তেরা হিরো' 'মাদ্রাস ক্যাফে'র মতো সিনেমায় নিজের অভিনয় জাদুতে আলো ছড়িয়েছেন।

ভারতে তার ভক্ত-অনুসারীর সংখ্যাও কম নয়। তবে বেশ কয়েক বছর ধরেই চলচ্চিত্রের বাইরে রয়েছেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি সিদ্ধার্থ কাননের সাথে সাক্ষাৎকারে নিজের ক্যারিয়ার আর অতীতের কিছু বিষয়ে কথা বলেছেন অভিনেত্রী। জানিয়েছেন তাঁকে নিয়ে চর্চা হওয়া গুঞ্জনের সত্যতা প্রসঙ্গে।

এর আগে, একাধিকবার শিরোনামে উঠে এসেছেন এই অভিনেত্রী। কখনো বিতর্কিত মন্তব্য করে, কখনো বলিউডের ভেতরের অন্ধকার জগৎ নিয়ে কথা বলে। তবে অভিনেত্রীকে নিয়ে প্রেমের বিতর্কও কম নয়। একাধিকবার বিভিন্ন পরিচিত নামের সঙ্গে উঠেছে নার্গিসের নাম।

যার মধ্যে রয়েছে রণবীর কাপুর ও শাহিদ কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কের গুজবও। দীর্ঘদিন পর সেই প্রসঙ্গ উঠতেই জবাব দিলেন নার্গিস। সিদ্ধার্থ কাননের সাথে একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে, পুরনো প্রেমের গুঞ্জনের প্রসঙ্গে নার্গিস বলেন, 'রণবীর আমার সহ-অভিনেতা। আর কিছুই নয়। সে একজন চমৎকার মানুষ।

এসব গুঞ্জন আমাকে পাগল করে দিত। একবার একটা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে আমি শাহিদ কাপুরের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসেছি! আমি যদি এই নিবন্ধগুলো সংরক্ষণ করতাম! সেই সময় আমার মা মুম্বাই আসেন এবং আমার মাকে নিয়েও মানুষ আমাকে মেসেজ করতে শুরু করে যে আমার মা শাহিদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে! আমার প্রা প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। সুতরাং আমি এসবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।'

সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী তাঁর বিতর্কিত লেসবিয়ান মন্তব্য সম্পর্কেও কথা বলেন। তিনি জানান, "একজন প্রতিবেদক আমার কাছে এসে বললেন, 'বি-টাউন তারকাদের উপভোগ করতে কেমন লাগছে?' তিনি এটি এমনভাবে বলেছিলেন যেন তিনি কিছু ইঙ্গিত করছেন!

এমন প্রশ্নে আমি শুধু তাকে বলেছিলাম, 'আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করছি। আপনি আমাকে একজন লেসবিয়ানে পরিণত করবেন।' অথচ এটাই শিরোনাম করা হয়। আর আমিও সমস্যায় পড়লাম। আমি ব্যঙ্গ করেছিলাম এবং তিনি মুখ গোমড়া করে চলে গেলেন। সে সময় তারা বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে এত গল্প লিখছিলেন। কিন্তু আমি তাদের কাউকে চিনি না।"

দীর্ঘদিন পর্দার বাইরে থাকলেও নার্গিস ফাখরিকে এ বছর আবারও পর্দায় দেখা গেছে। 'শিব শাস্ত্রী বালবোয়া' দিয়ে আবারও পর্দায় এসেছেন নার্গিস। সিনেমাটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনুপম খের ও নীনা গুপ্তা।

পাপমুক্ত হতে গঙ্গায় সানি লিওন, নেটিজেনদের কটাক্ষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী সানি লিওন এখনও অতীত পেছনে ফেলতে পারেননি। প্রায়সময়েই নানা কারণে পর্ন তারকা উপাধিতে কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় তাকে। সম্প্রতি তেমনি কিছুর শিকার হলেন এই অভিনেত্রী। নেটিজেনরা বলছেন পাপমুক্ত হতে গঙ্গায় গেছেন সানি লিওন। সহ-অভিনেতা অভিষেক সিংয়ের সঙ্গে বারাণসীতে পূজা দিতে গিয়েছিলেন সানি। এ সময় অভিনেত্রীর পরনে ছিল গোলাপি রঙের সালোয়ার কামিজ। সেখানে সালোয়ারের ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে গঙ্গারতি করেন তিনি। আর এতেই ঘটে বিপত্তি। সানি লিওনকে গঙ্গার পাশে নেটিজেনরা একদমই ভালোভাবে নিতেই পারেননি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওই মুহূর্তের ভিডিও প্রকাশ পেতেই তাকে নিয়ে সমালোচনায় মেতে ওঠেন তারা।

একজন লিখেছেন, সবাইকে দিয়ে পাপ করিয়ে নিজে এখন পাপ ধুতে গঙ্গায় হাজির হয়েছে। যদিও সানি লিওনকে এসবের কোনো মন্তব্যরই জবাব দিতে দেখা যায়নি। কারণ এমন অপ্রীতিকর ঘটনা তার জন্য নতুন নয়। প্রতিবারই নিশ্চুপ থেকে নিন্দুকদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন তিনি।

মেসির বিশ্বকাপ

ফাইনালের জার্সি নিলামে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসির ফুটবল ক্যারিয়ার পূর্ণতা পেয়েছে কাতারে। ক্লাব ক্যারিয়ারে অনন্য মেসি গত বছর জিতেছেন বহুল কাঙ্খিত বিশ্বকাপ শিরোপা। ওই বিশ্বকাপের ফাইনালে মেসি যে জার্সি পরে খেলেছিলেন তা নিলামে তোলা হচ্ছে।

শুধু ফাইনাল নয় বিশ্বকাপে তিনি যে সাতটি জার্সি পরে খেলেছেন তার মধ্যে ছয়টি তোলা হচ্ছে নিলামে। নিউ ইয়র্কে ওই নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। সোথবি ওই নিলামের আয়োজন করেছে। মেসি ফ্রান্সের বিপক্ষে বিশ্বকাপ ফাইনালে, ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে সেমিফাইনালে, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় রাউন্ডে এবং গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের দুটিতে প্রথমার্ধে যে জার্সি পরেছিলেন তা নিলামে তোলা হচ্ছে। বিশ্বকাপে ফাইনালসহ সাত গোল করে গোল্ডেন বল জেতা মেসির ফাইনালের ওই জার্সির দাম ১০ মিলিয়ন ডলার বা ১১০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছে নিলামকারী প্রতিষ্ঠান সোথবি। এর আগে মাইকেল জর্ডানের ১৯৯৮ এনবিএ'র আইকনিক শিকাগো বুলসের জার্সি রেকর্ড ১০ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়েছে। মেসির জার্সি বিক্রির অর্থের একটি অংশ চ্যারিটি ফান্ডে অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে। মেসির জার্সির নিলাম নিয়ে সোথবি বলেছে, '২০২২ বিশ্বকাপে পরা মেসির জার্সিগুলো উত্তরাধিকারের নিদর্শন। যা ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা, পরিশ্রমের বার্তা বহন করে। এটি শুধু একটি বিশ্বকাপ জয় জয়, বরং বেশি কিছু। আগামী দিনে তার ওই জার্সি শ্রেষ্ঠত্ব বহন করবে।'

এর আগেও মেসির জার্সি নিলামে উঠেছে। ২০১৭ সালে তার বার্সার একটি জার্সি নিলামে ওঠে। রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে এল ক্লাসিকোয় শেষ সময়ে গোল করে দলকে জেতানো যে জার্সি প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল। এছাড়া ডিয়াগো ম্যারাডোনার ১৯৮৬ বিশ্বকাপের হ্যান্ড অব গড জার্সি গত বছর বিক্রি হয়েছে ৯ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১০০ কোটি টাকায়।

কোহলি-রোহিতদের ছাড়াই ভারতের নতুন দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবার ওয়ানডে বিশ্বকাপের শুরু থেকেই ব্যাটে-বলে দাপুটে পারফরম্যান্স ছিল টিম ইন্ডিয়ার। বলা যায় টানা জয়ে ১০ জয়ে শিরোপার দ্বারপ্রান্তে ছিলেন রোহিত শর্মারা। তবে শেষবেলায় রোহিত-কোহলিদের জন্য গল্পটা হলো বিষাদের। আহমেদাবাদের মাঠে ভারতকে কাঁদিয়ে শিরোপা নিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া।

হাতের মুঠোয় থাকা কাপ বেহাত হয়ে যাওয়ার বেদনায় পুড়ছে গোটা ভারত। ক্ষতবিক্ষত টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমও। বিশ্বকাপের রেশ কাটতে না কাটতেই আবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই খেলতে নেমে পড়ছে ভারত। আগামী ২৩ নভেম্বর শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। আসন্ন সিরিজের প্রথম ম্যাচের ভেন্যু বিশাখাপত্তম, যার মানে বিশ্বকাপের ফাইনালের পর এখন টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলার জন্য দৌড়াতে হচ্ছে দুই দলের খেলোয়াড়দের।

অবশ্য দেড় মাসজুড়ে চলা ম্যারাথন এই বিশ্বকাপে ক্রিকেটাররা ব্যস্ত থাকায় দ্বিতীয় সারির দল নিয়েই খেলাতে পারে ভারত-এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো। সোমবার ঘোষিত স্কোয়াডেও তেমনটাই দেখা গেল। কোহলি-রোহিতসহ নিয়মিত ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে এই সিরিজে। হার্দিক পান্ডিয়ার চোট না সারায় নতুন অধিনায়ক বেছে নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব।

প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি ম্যাচে দলের সহ-অধিনায়ক থাকবেন ঋতুরাজ গায়কোয়াদ। শেষ দু'টি ম্যাচে সহ-অধিনায়ক হিসাবে দলে যোগ দেবেন শ্রেয়াস আইয়ার। বিশ্বকাপের দল থেকে সূর্যকুমার বাদে রাখা হয়েছে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং ঈশান কিশানকে। নির্বাচকেরা মনে করেছেন, এই তিনজন বিশ্বকাপে যথেষ্ট সুযোগ পাননি। তাই টি-টোয়েন্টির দলে নেওয়া হয়েছে। সব সিনিয়র ক্রিকেটারসহ বাকিদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এশিয়ান গেমসে যে দল খেলতে গিয়েছিল সেই দলের অনেকে সুযোগ পেয়েছেন।

যেমন, ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে আবার দেখা যাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু সিংহকে। থাকছেন আইপিএলে ঝড় তোলা তিলক বর্মা, শিবাম দুবে, জিতেশ শর্মারাও। আরশদীপ সিংহ আবার দলে ফিরেছেন। মুকেশ কুমারও রয়েছে।

এদিকে, বিশ্বকাপ চলাকালেই ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছিল অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপজয়ী দলটওর বেশিরভাগ সদস্যই আছেন টি-টোয়েন্টি সিরিজের স্কোয়াডে। যদিও বিশ্রাম পেয়েছেন প্যাট কামিন্স। আসন্ন সিরিজে নেতৃত্ব সামলাবেন ম্যাথু ওয়েড। এ ছাড়া বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা ৮ সদস্য-শন অ্যাবট, ট্রাভিস হেড, জস ইংলিশ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, স্টিভ স্মিথ, মার্কাস স্টয়নিস, ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা রয়েছেন ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ঘোষিত টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে।

ভারতের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড:

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), রুতুরাজ গায়কোয়াড় (সহ-অধিনায়ক), ঈশান কিশান, যশস্বী জয়সওয়াল, তিলক বর্মা, রিঙ্কু সিংহ, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর পটেল, শিবাম দুবে, রবি বিষ্ণোই, আরশদীপ সিংহ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, আবেশ খান এবং মুকেশ কুমার।

অজিদের বিপক্ষে

ভারতের কোচ কে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার ওয়ানডে বিশ্বকাপের শুরু থেকেই ব্যাটে-বলে দাপুটে পারফরম্যান্স ছিল টিম ইন্ডিয়ার। বলা যায় টানা জয়ে ১০ জয়ে শিরোপার দ্বারপ্রান্তে ছিলেন রোহিত শর্মারা। তবে শেষবেলায় রোহিত-কোহলিদের জন্য গল্পটা হলো বিষাদের। আহমেদাবাদের মাঠে ভারতকে কাঁদিয়ে শিরোপা নিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া।

এদিকে, ১৯ তারিখ বিশ্বকাপে ফাইনালের পরপরই শেষ হয় ভারতের ক্রিকেটে রাহুল দ্রাবিড়ের কোচিং পর্ব। বিশ্বকাপ পর্যন্তই চুক্তি করা হয়েছিল দ্য ওয়াল খ্যাত দ্রাবিড়ের সঙ্গে। ফাইনাল শেষে তাই অফিসিয়ালি ভারতের কোচ আর থাকা হচ্ছে না এই ব্যাটিং লিজেন্ডের। ২০২১ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা শেষ হল ফাইনাল হারের যন্ত্রণা নিয়ে। ভারতের হয়ে দ্রাবিড় কোচ হিসেবে জিতেছেন কেবল এশিয়া কাপ। এছাড়া আর দুই বড় আসরে দল ছিল ব্যর্থ। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে যেতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। ইংল্যান্ডের কাছে সেমিফাইনালে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারতে হয় তাদের। আর ২০২৩ বিশ্বকাপে যেন ২০০৩ সালেরই পুনরাবৃত্তি হলো। অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেই শিরোপাবঞ্চিত ভারত।

বিশ্বকাপের পর থেকে দ্রাবিড়কে আর চুক্তির প্রস্তাব দেয়া হয়নি। বোর্ডের পক্ষ থেকে এখনও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি বলে জানিয়েছে একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যম। তবে এরইমাঝে ভারতের নতুন ব্যস্ততা শুরু হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। এরপরই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও সিরিজ আছে তাদের। এই দুই সিরিজে ভারতের কোচ হিসেবে দেখা যেতে পারে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণকে। এর আগেও দ্রাবিড়ের বিশ্রামের সময়ে তাকেই দেখা গিয়েছে ভারতের কোচ হিসেবে। এই দুই সিরিজেও তাই সাবেক এই ব্যাটসম্যানকে ভারতের দায়িত্বে দেখা অস্বাভাবিক নয়।

ইউক্রেনের সঙ্গে ড্র করে

ইউরোর মূল পর্বে ইতালি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টানা দুটি বিশ্বকাপে খেলতে না পারার লজ্জা মাথার ওপর ভর করে আছে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপেও কী খেলা হবে না ইতালির? এমন শঙ্কা যখন দেখা দিয়েছিলো, তখন কোনোমতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আগামী বছর জার্মানিতে অনুষ্ঠিতব্য ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো আজ্জুরিরা।

জার্মানির লেভারকুসেনে ইউরো বাছাইয়ের শেষ ম্যাচ ইউক্রেনের মুখোমুখি হয় ইতালি। ইউরোয় খেলতে হলে এই ম্যাচে জয় কিংবা অন্তত ড্র প্রয়োজন ছিল ইতালিয়ানদের।

শেষ পর্যন্ত সেটাই করতে সক্ষম হলো লুসিয়ানো স্পালেত্তির শিষ্যরা। ইউক্রেনের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেই ইউরোয় নাম লেখালো তারা। ইউক্রেনকে খেলতে হবে প্লে-অফে।

'সি' গ্রুপে ৭ ম্যাচ শেষে সমান ১৩ পয়েন্ট করে নিয়ে ইউক্রেনের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিলো বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। যদিও গোল ব্যবধানে এগিয়ে ছিলো তারাই। ৮ ম্যাচ শেষে দুদলেরই পয়েন্ট হলো সমান ১৪ করে। গোল ব্যবধানেই ইউরোর মূল পর্বে উঠলো ইতালি।

২০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে থেকে আগেই ইউরোয় নাম লিখেছিলো ইংল্যান্ড। মূলত গত অক্টোবরে ওয়েম্বলিতে ইতালিকেই ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে ইউরোয় খেলা নিশ্চিত করেছিলো ইংলিশরা।

মাঠে নামার আগেই ইউক্রেনের চেয়ে এগিয়েছিলো ইতালিয়ানরা। কারণ, কখনোই ইউক্রেনিয়ানদের কাছে পরাজিত হয়নি চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। সোমবার ম্যাচেও ইউক্রেন পেনাল্টির দারুণ সুযোগ পেয়েছিলো। মাইখাইলো মাদ্রিককে বক্সের মধ্যে ফাউল করার কারণে পেনাল্টির জোরালো আবেদন করেছিলো ইউক্রেনের ফুটবলাররা। কিন্তু রেফারি সে আবেদনে কান দেননি।

তবে, ইউক্রেন এখনও আশা হারায়নি। টানা চতুর্থ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার জন্য আগামী মার্চে মাঠে নামবে তারা। বৃহস্পতিবার নিওনে অনুষ্ঠিতব্য ড্র'য়ের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ নির্ধারণ হবে ইউক্রেনের।

ম্যাচের পর ইতালির কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি বলেন, 'ইউক্রেন দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে। তারা আমাদের জন্য কঠিন সময় তৈরি করেছিলো। তবে আমরাও ভালো ফুটবল খেলেছি। বিশেষ করে প্রথমার্ধে। অনেকগুলো ভালো সুযোগ পেয়েছি; কিন্তু কাজে লাগাতে পারিনি।'

অসুস্থ মায়ের চিন্তা

মাথায় নিয়ে খেলেছেন শামি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মোহাম্মদ শামির বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু হয় বেঞ্চে বসে। হার্দিক পান্ডিয়ার ইনজুরিতে একাদশে ঢুকে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন ডানহাতি এই পেসার। সেমিফাইনাল পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে ২৩ উইকেট দখল করেন তিনি। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দলের বড় ভরসার জায়গা ছিলেন শামি।

বিশেষ করে দল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২৪০ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ায়। শামিও দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে শুরুতে দলকে ব্রেক থ্রু এনে দেন। তবে পরে আর উইকেট পাননি। ম্যাচ শেষে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, সকালে তার মা আনজুম আরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অসুস্থ মায়ের চিন্তা মাথায় নিয়েই বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছেন আসরের সর্বোচ্চ ২৪ উইকেট নেওয়া এই পেসার। অথচ কথা ছিল তার মা-বাবাসহ পুরো পরিবার আহমেদাবাদে ছেলের বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে আসবেন। কিন্তু তার মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাবা-মা গ্যালারিতে ছেলেকে উৎসাহ দিতে আসরে পারেননি। কেবল তার বড় ভাই হাসিব ও স্ত্রী-সন্তান উপস্থিত ছিলেন গ্যালারিতে। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৬ উইকেটে হারের পর ভারতের ক্রিকেটাররা মানসিকভাবে খারাপ অবস্থায় ছিলেন। শামির অবস্থা আরও নাজুক হওয়ার কথা। তবে ড্রেসিংরুমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসে তাদের স্বান্তনা দেন। শামিকে জড়িয়ে ধরেন মোদি। এছাড়া অন্য ক্রিকেটারদের ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দেন। ম্যাচ শেষে শামি টুইট করেছেন, 'দূভাগ্যবশত, গতকাল দিনটা আমাদের ছিল না। আমি ভারতের সকল ভক্তদের ধন্যবাদ দেব, আসরজুড়ে তারা আমাদের সমর্থন দিয়ে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, তিনি আমাদের ড্রেসিংরুমে এসে আমাদের উজ্জীবিত করেছেন। আমরা অবশ্যই এই ধাক্কা সামলে নেব।'

পাকিস্তানের অস্ট্রেলিয়া সফর:

নতুন নেতৃত্বে পুরনো দল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ডিসেম্বরে টেস্ট খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে পাকিস্তান। হেড কোচ মোহাম্মদ হাফিজের অধীনে, শান মাসুদের নেতৃত্ব নতুন শুরু করবে পাকিস্তান। প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পাওয়া ওয়াহাব রিয়াজ ওই দলে ২১ বছর বয়সী সাঈম আইয়ুব ও ২৩ বছর বয়সী খুররম শাহজাদকে ডেকেছেন। এছাড়া ২৭ বছর বয়সী পেস অলরাউন্ডার আমির জামাল ডাক পেয়েছেন। বাকিরা পুরনো মুখ। নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া বাবর আজম আছেন দলে। দল নিয়ে রিয়াজ বলেছেন, 'সাঈমকে দুর্দান্ত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার জন্য দলে ডাকা হয়েছে। কায়েদ-ই-আজম ট্রফিতেও সে ভালো করেছে। তার অর্ন্তভূক্তি দলের ব্যাটিং শক্তি বাড়াবে। অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে বোলিং আক্রমণে শাহিন আফ্রিদি, ওয়াসিম জুনিয়রের সঙ্গে আছেন হাসান আলী ও মির হামজা। এছাড়া পেস অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফকে রাখা হয়েছে দলে। বিষয়টি নিয়ে রিয়াজ বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার চ্যালেঞ্জিং কন্ডিশনের কথা বিবেচনায় নিয়ে দল ঘোষণা করা হয়েছে। উইকেটের কথা মাথায় রেখে পেসারদের নির্বাচন করা হয়েছে। যাতে করে ম্যানেজমেন্ট একাদশ সাজাতে সাবলীল হতে পারে।'

পাকিস্তান ডিসেম্বরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে উড়ে যাবে। তার আগে লাহোরে ২৩ নভেম্বর থেকে ক্যাম্প শুরু করবে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৪ ডিসেম্বর শুরু করবে সিরিজ। পাকিস্তানের টেস্ট দল: শান মাসুদ (অধিনায়ক), আমির জামাল, আব্দুল্লাহ শফিক, আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, হাসান আলী, ইমমা উল, খুররাম শাহজাদ, মির হামজা, মোহাম্মদ রিজওয়ান, মোহাম্মদ ওয়াসিম, নওমান আলী, সাঈম আইয়ুব, সালমান আলী আগা, সরফরাজ আহমেদ, সৌদ শাকিল, শাহিন আফ্রিদি।

রোহিতের পাশে দাঁড়ালেন কপিল দেব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে বিশ্বকাপের শিরোপা উঁচিয়ে ধরা হলো না রোহিত শর্মার দলের। ভারতের এমন হতাশার সময়ে তাদের পাশে দাঁড়ালেন সাবেক বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব। নিজের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রামে দুইটি স্টোরি দেন কপিল। প্রথম স্টোরিতে দলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দ্বিতীয়টিতে রোহিত শর্মাকে মাথা উঁচিয়ে রাখতে বলেন ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী এই অধিনায়ক। টানা জয়ের পর ফাইনালে এসে এই হোঁচট একপাশে রেখে দলকে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। কপিল দেব বলেন, 'তোমরা চ্যাম্পিয়নের মতো খেলেছো। নিজেদের বুক উঁচিয়ে রাখো। শিরোপা তোমাদের মনের মধ্যে গেঁথে থাকলেও তোমরাই আসল বিজয়ী। ভারত তোমাদের নিয়ে গর্বিত।'

রোহিতকে নিজের শক্তি ধরে রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সাবেক এই ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, 'রোহিত, তুমি যা ই করো না কেন তা ই চমৎকার হয়। তোমার জন্য ভবিষ্যতে অনেক সাফল্য অপেক্ষা করছে। আমি জানি এটা কঠিন, তবুও তোমার মন ঠিক রাখো। ভারত তোমার সঙ্গেই আছে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR